দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAR 5 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বেসরকারী কলেজে শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

আমাদের দেশের বেশীরভাগ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কলেজগুলি বেসরকারীভাবে স্থানীয় কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। এইসব কলেজে সভাপতি পদে থাকেন এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধি। দুর্ভাগ্যজনক হইলেও সত্য যে, কলেজগুলিতে শিক্ষক থাকেন ক্ষেত্রে চরম অনিয়ম চলে। শিক্ষক নিয়োগের জন্য গঠিত সিলেকসন বোর্ড সভাপতির সিদ্ধান্তের বাইরে কিছুই করিতে পারেন না। তারপরও বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর পরিবর্তে অযোগ্য প্রার্থী প্রায় কলেজগুলিতে শিক্ষক হিসাবে চাকুরী পায়। যাহার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় লেখাপড়ার মান ক্রমেই নামিয়া যাইতেছে। এমতাবস্থায়, দেশের সকল বেসরকারী কলেজে শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন দায়িত্ব নিতে পারেন বলিয়া আমি মনে করি। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতি বছর একবার নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে দেশের সকল বেসরকারী কলেজের জন্য প্রভাষক/সহকারী অধ্যাপক বাছাই করিবেন। কোন্ কলেজে কোন্ বিষয়ে কতজন শিক্ষক প্রয়োজন তাহা সংশ্লিষ্ট কলেজ পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে কলেজ অধ্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে অবহিত করিবেন। এবং তাহার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন জাতীয় দৈনিকগুলিতে বিজ্ঞাপন দিবেন। দেশের বিভিন্ন সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বারা বিষয়ভিত্তিক সিলেকসন বোর্ড গঠন করিয়া তাঁহাদের মাধ্যমে লিখিত/মৌখিক পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। নিয়োগের জন্য যাঁহারা যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তাঁহাদেরকে কর্মক্ষেত্রে যোগদানের জন্য সময় বাঁধিয়া দেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনে গেজেট প্রকাশ করিয়া তাহা সংশ্লিষ্ট কলেজসমূহে সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া যাইতে পারে। যে সকল কলেজে নূতন বিভাগ খোলা হইবে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই শিক্ষকের প্রয়োজন উল্লেখ করিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি নিয়া অতঃপর কলেজ পরিচালনা পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে কলেজ অধ্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে জানাইবেন। উল্লেখিত উপায়ে বেসরকারী কলেজে শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা নিলে যোগ্য ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীগণ শিক্ষক হিসাবে চাকুরী পাইবেন এবং তাঁহারা অহেতুক আর্থিক হয়রানি হইতেও রেহাই পাইবেন বলিয়া মনে করি। সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে বিবেচনার জন্য সনির্বন্ধ আবেদন জানাইতেছি।

এস,এম,রবিউল আলম,
রিসার্চ ফেলো,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।